নভেল করোনা ভাইরাস

যে প্রশ্নগুলি প্রায়শঃ উঠে আসে

প্রঃ - ২০১৯ নভেল করোনা ভাইরাস কী?

উঃ - ২০১৯ করোনা একটি নতুন ভাইরাস যা চীনের হুবেই প্রদেশের উহানে প্রথম চিহ্নিত করা গেছে। এটিকে নভেল বলা হচ্ছে কারণ এটি পূর্বে দেখা যায়নি।

প্রঃ - ২০১৯ নভেল করোনা ভাইরাসের উৎস কী?

উঃ - ২০১৯ নভেল করোনা ভাইরাস সংক্রমণের সঠিক উৎস চিহ্নিত করা যায়নি। করোনা ভাইরাস একটি বড় ভাইরাস পরিবারের অংশ, যা কিছু মানুষের দেহে সংক্রমণ ঘটায় এবং বাকি কিছু জীবদেহে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাথমিকভাবে খবর পাওয়া গেছে চীনের উহানে এই রোগের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সামুদ্রিক খাদ্য এবং পশুবাজারের নিবিড় সংযোগ আছে, এর থেকে ভাবা হচ্ছে জীবজগত থেকে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়তে পারে।

প্রঃ - নভেল করোনা ভাইরাসের প্রাথমিক উপসর্গ গুলি কী?

উঃ - ২০১৯ নভেল করোনা ভাইরাসের বর্তমান উপসর্গগুলি হল তীব্র জ্বর, সর্দি-কাশি এবং শ্বাসকষ্ট।

প্রঃ - ভারতে কারোর কি করোনা সংক্রমণ দেখা গেছে?

উঃ - এখনও পর্যন্ত ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় ৩০ (তিরিশ) জনের রোগ সংক্রমণ সুনিশ্চিত হয়েছে। নজরদারির মাধ্যমে সন্দেহ ভাজন রোগীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে।

প্রঃ - চীনের ওহান বা অন্য কোনো দেশ যেখানে এই রোগের সংক্রমণ/প্রাদুর্ভাব রয়েছে সেখানে ভ্রমণে যাওয়া কি নিরাপদ?

উঃ - নিতান্ত প্রয়োজন না থাকলে এই সব দেশগুলিতে যাবেন না। আর যদি যেতেই হয় নীচের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন -

- ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা মেনে চলুন।
- নিজের শরীরের দিকে নজর রাখুন।
- অসুস্থ হলে শীঘ্রো চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- বিমানে ভ্রমণকালে অসুস্থ বোধ করলে বিমানকর্মীদের আপনার অসুস্থতার বিষয়ে জানান এবং তাদের থেকে মাস্ক চেয়ে নিন।
- বিশদে জানতে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের ভ্রমণ বিষয়ক ওয়েবসাইট দেখুন।

প্রঃ - এর চিকিৎসা কী?

উঃ - ২০১৯ নভেল করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কোনো নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই, তাই লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা করা হয়।

প্রঃ - কী করে এই ভাইরাস ছড়ায়?

উঃ - যেহেতু এই ভাইরাসটি নতুন, ঠিক কীভাবে এই ভাইরাস ছড়ায় তা নিশ্চিত ভাবে বলা যাচ্ছে না। সম্ভবতঃ এই ভাইরাসের উৎস কোনো প্রাণী। কিন্তু বর্তমানে তা মানুষ থেকে মানুষে ছড়াচ্ছে। এখনও নিশ্চিত ভাবে জানা যায়নি, ২০১৯ নভেল করোনা ভাইরাস কিভাবে মানুষ থেকে মানুষে ছড়াচ্ছে। মনে করা হচ্ছে, আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি বা কাশির মাধ্যমে অর্থাৎ যেভাবে ইনফ্লুয়েঞ্জা বা অন্যান্য শ্বাসনালী সংক্রমণের ভাইরাস/ব্যকটিরিয়া ছড়ায় সেইভাবে এই ভাইরাসে ছড়ায়।

প্রঃ - ২০১৯ নভেল করোনা ভাইরাসের প্রতিরোধে সরকার কী ব্যবস্থা নিয়েছে?

উঃ - নতুন দিল্লীর এন.সি.ডি.সি (NCDC) তে ভারত সরকার ২৪x৭ হেল্পলাইন চালু করেছে **(টোল ফ্রি নম্বর** - ১৮০০৩১৩৪৪৪২২২) এবং পরিস্থিতির ওপরে বিশেষ নজর রাখছে এবং দেশের সবকটি রাজ্য যাতে এই ভাইরাস মোকাবিলায় সদা প্রস্তুত থাকে তা নিশ্চিত করেছে। একই রকম ভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকেও সংক্রমণ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের হেল্প লাইন নম্বর - (০৩৩) ২৩৪১২৬০০।

যেহেতু এটি একটি আপদকালীন এবং পরিবর্তনশীল অবস্থা, সরকারের তরফ থেকে এই সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত ভাবে জনস্বার্থে প্রচারিত হতে থাকবে।

প্রঃ - করোনা ভাইরাসের কোনো ভ্যাকসিন আছে?
উঃ - বর্তমানে নভেল করোনা ভাইরাসের কোনো ভ্যাকসিন বা প্রতিষেধক নেই।

প্রঃ - কেমন ভাবে আমি নিজেকে রক্ষা করব?
উঃ - যেহেতু ২০১৯ নভেল করোনা ভাইরাসের কোনো প্রতিষেধক বা ভ্যাকসিন নেই, তাই এই ভাইরাস প্রতিরোধের সবচেয়ে ভাল উপায় হল ভাইরাসটির সংযোগে না আসা।

- একান্ত প্রয়োজন না হলে চীন বা অন্যান্য সংক্রামিত দেশগুলিতে যাত্রা করা এড়িয়ে চলতে হবে।
- ব্যক্তিগত সুস্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন।
- বারেবারে সাবান দিয়ে হাতধোয়া অভ্যেস করুন।
- হাঁচি ও কাশির সময় মুখ ঢেকে রাখুন।

ডব্লু এইচ ও (WHO) এর ওয়েবসাইটে (www.who.int) সংক্রামিত দেশগুলির তালিকা পাওয়া যাচ্ছে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর আপডেটও করা হচ্ছে।

প্রঃ - যদি আমি ২০১৯ নভেল করোনা ভাইরাস আক্রান্ত কোনো ব্যক্তির সংস্পর্শে আসি তাহলে আমার কী করণীয়?
উঃ - সংক্রামিত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার আঠাশদিন পর্যন্ত নিজের স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষভাবে নজর রাখুন। জ্বর, কাশি ও শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি লক্ষণগুলি দেখা যাচ্ছে কিনা সেদিকে বিশেষভাবে নজর রাখুন। যদি এই লক্ষণগুলি আপনার দেখা যায় তাহলে সত্বর নিকটবর্তী স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে পরামর্শ ও চিকিৎসার জন্য যোগাযোগ করুন। আপনার স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে আপনার সংক্রামিত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার বিষয়টি বিশদে জানান।

প্রঃ - আমার কি ২০১৯ নভেল করোনা ভাইরাস পরীক্ষার প্রয়োজন?
উঃ - যদি তীব্র শ্বাসকষ্ট ও জ্বর আসে, কাশি ও শ্বাসকষ্ট থাকে, তাহলে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যপ্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করুন এবং ডাক্তারবাবুই আপনার চীন বা এই রোগের প্রাদুর্ভাবযুক্ত দেশে ভ্রমণ বা পরীক্ষায় প্রমাণিত সংক্রামিত ব্যক্তির সঙ্গে সংযোগের নিরিখে ঠিক করবেন আপনার এই অসুখের পরীক্ষার প্রয়োজন আছে কিনা।

চীন বা অন্য কোনো সংক্রামিত দেশ থেকে আগত পর্যটকদের জন্য নির্দেশিকা

➢ নিজেকে এবং পরিবারকে বাঁচাতে আপনার অবশ্যই জানা উচিত?

- চীনে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ার খবর পাওয়া গেছে। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে সাধারণ সর্দি-কাশি থেকে জটিল উপসর্গ যেমন মিডল-ইস্ট রেসপিরেটরি সিনড্রোম (মার্স-কভ) এবং সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম (সার্স-কভ) ও থাকতে পারে।

➢ রোগের সাধারণ উপসর্গগুলি কীকী?

- ১) কাশি ২) জ্বর ৩)শ্বাসকষ্ট।

➢ নিজেকে ও অন্যদেরও কীভাবে রোগ সংক্রমণ থেকে রক্ষা করবেন?

যদি আপনি বিগত ১৪ দিনের মধ্যে চীন বা অন্য কোনো করোনা সংক্রামিত দেশে গিয়ে থাকেন বা কোনো করোনা সংক্রামিত রোগীর সংস্পর্শে এসে থাকেন তাহলে নিম্নলিখিত নির্দেশগুলি মেনে চলুন -

- দেশে ফেরার পর ১৪ দিন গৃহবন্দী থাকুন।
- আলাদা ঘরে ঘুমোন।
- পরিবারের সদস্যদের সাথে সীমিত যোগাযোগে থাকুন এবং বাইরের লোক এড়িয়ে চলুন।
- হাঁচি বা কাশির সময় নাক ও মুখ ঢাকুন।
- কারোর সর্দি-কাশি বা ফ্লুয়ের মতো উপসর্গ থাকলে তাকে এড়িয়ে চলুন। (কমপক্ষে এক মিটার দূরত্ব বজায় রাখুন)

প্রচারে : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।